যুগান্তর

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি হামলাকারীদের বিরুদ্ধে

শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলায় স্তম্ভিত সুশীলসমাজ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহসহ সারাদেশের সুশীল সমাজ। গত কয়েকদিন এ অঞ্চলের মানুষের মুখে একই প্রশ্ন শিক্ষকদের ওপর হামলাকারী এরা কারা? পিতৃতুল্য সম্মানিত শিক্ষকদের ওপর হামলার সাহস তারা কোথায় পেল? একি করল ছাত্রলীগ। ডিগ্রি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারের পদত্যাগের দাবিতে ইবি শিক্ষক সমিতির অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি চলাকালে এ হামলা চালানো হয়। তাদের নারকীয় হামলায় গোটা জাতি আজ মর্মাহত। ১৯ নভেম্বর টিভি চ্যানেলগুলোর পর্দায় দেশবাসী দেখেছে শিক্ষকদের ওপর হামলা ও চেয়ার দিয়ে বেধড়ক মারধরের এ নাক্কারজনক দৃশ্য। মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকরা আজ ছাত্রলীগের দ্বারা পদদলিত, লাঞ্ছিত। গত কয়েকদিন ধরে দেশের বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর টকশোতেও আলোচিত হয়েছে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা শিক্ষকদের সমাবেশে হামলার ঘটনা। পাশাপাশি এ নিয়ে কয়েকটি প্রথম সারির জাতীয় দৈনিকের সম্পাদকীয়তেও নিন্দা জানানো হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত হামলাকারী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের বিরুদ্ধে নূনতম কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা হয়নি কোন মামলা। এতবড় একটি ঘটনায় ছাত্রলীগের কেন্দ্র থেকেও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে হামলাকারীরা বীরদর্পে ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর হামলার শিকার শিক্ষকরা বিচারের দাবিতে পালন করে যাচ্ছেন বিভিন্ন কর্মসূচি। এদিকে হামলায় ইন্ধনদাতা হিসেবে শিক্ষকদের অভিযোগের তীর যার দিকে সেই প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন ঘটনার পরদিন থেকে ২ দিনের পর্যন্ত ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ছুটি নিয়েছেন। ক্যাম্পাসের এ উত্তপ্ত অবস্থায় তার এভাবে ছুটি নেয়াকে শিক্ষকরা রহস্যজনক বলে মনে করছেন। শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিক্রিয়ায় কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগার আলী বলেন, ছাত্রলীগ যে কাণ্ড ঘটাল সেটি কখনও কাম্য নয়। শিক্ষকরা হলেন পিতৃতুল্য। তাদের গায়ে যারা হাত তুলেছে আমরা তাদের ধিক্কার জানাই, বিচার চাই। তিনি আরও বলেন, আমরাও এক সময় ছাত্রনেতা ছিলাম। শিক্ষকদের ওপর হামলার নিন্দা জানিয়ে ঝিনাইদহ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল বাছিত মিয়া বলেন, 'শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগ যে হামলা চালিয়েছে তা কোন সভ্য সমাজে চলতে পারে না।' হামলার নিন্দা জানিয়ে বিশিষ্ট শিল্পপতি কুষ্টিয়ার বিআরবি কেবলস ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক মুজিবুর রহমান বলেন, 'ছাত্রলীগ ছাত্রদের ইতিহাস ঐতিহ্য ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। যাদের কারণে শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি সেসব সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে শাস্তির আওতায় আনা হোক।' অপরদিকে ঝিনাইদহ শাখার এডিএম মোঃ আশরাফুল আলম বলেন, 'শিক্ষকদের ওপর হামলার পর থেকে অভিভাবক মহলকেও ভাবিয়ে তুলেছে। যেখানে শিক্ষকরা নিরাপদ নয় সেখানে ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা কোথায়! প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ১৯ নভেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর হামলাকারীরা ছিল প্রশিক্ষিত ক্যাডার বাহিনী। হামলা সম্পর্কে ইবি ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি বর্তমানে বাংলা বিভাগের প্রভাষক ড. বাকি বিল্লাহ বিকুল বলেন, শিক্ষকদের ওপর হামলার বিষয়টি ছিল পূর্বপরিকল্পিত। তিনি আরও বলেন, যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হামলা ভাঙচুরের সময়ও দেখা গেছে। ১০ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে আগুন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দফতরে নজীরবিহীন হামলায় এদের নেতৃত্বে হয়েছিল। ১৯ নভেম্বর তারা শিক্ষকদের ওপর হামলা চালিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ ৩৫ শিক্ষককে আহত করে। এছাড়া লাঞ্ছিত করে আরও অর্ধশত শিক্ষককে।

শিক্ষকদের ওপর হামলাকারী যারা : ইবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. এম এয়াকুব আলীসহ কয়েকজন শিক্ষক জানান, শিক্ষকদের ওপর হামলার নেতৃত্বে ছিলেন ইবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান তুহিন। তার নেতৃত্বে হামলায় অংশ নেয় ছাত্রলীগ ইবি শাখা সহ-সভাপতি তৌফিকুর রহমান হিটলার, সহ-সভাপতি শামীম খান, যুগ্ম সম্পাদক মাহবুব হাসান লেলিন, কাশেম মাহমুদ, মিজানুর রহমান টিটু, সাংগঠনিক সম্পাদক শফিক আহমেদ, আশরাফুল ইসলাম তড়িৎ, এসএম শাহিন হাসান রতন, উপ-ক্রীড়া সম্পাদক নাজমুল হক রানু, মাহবুব হোসেন জনি, আরব আলী, আশিকুর রহমান জাপান, জহিরুল ইসলাম। এছাড়া ছাত্রলীগের সাবেক নেতা ও বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দফতরে চাকরিরত কয়েকজনকে দেখা গেছে শিক্ষকদের ওপর হামলার সময়। এদের মধ্যে রয়েছে পরিবহন অফিসের কর্মকর্তা হারুনার-রশিদ, রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা শাহনুর আলম কেরামত, প্রো-ভিসি অফিসের কর্মকর্তা মোর্শেদ, সালাম হোসেন হাদের কর্মচারী রুহুল, জিয়া, অষ্টম শ্রেণী পাস ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি নেতা হিসেবে পরিচিত ইউনুচ আলী, বহিষ্কৃত সন্ত্রাসী সনাতন, বোমা শিবুসহ অনেক ছিল মাস্তুখি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার সময় ইবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিয়ার রহমানের নেতৃত্বে বিপুলসংখ্যক পুলিশ সেখানে উপস্থিত থাকলেও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। শিক্ষকদের ওপর হামলার ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেনি। ছাত্রলীগ মিছিল নিয়ে আসার সময় তাদের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে।

যুগান্তর

শিক্ষকদের ওপর হামলাকারী ১নং বৃত্তে ছাত্র মৈত্রীর বহিষ্কৃত নেতা ইউনুস ২নং বৃত্তে ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি হিটলার, ৩নং ইবি ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তুহিন ও ৪নং বৃত্তে বহিষ্কৃত বোমা শিবুল

তারিখ 25 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...